* CC - 13 / Short Question *

১) জন প্রশাসন কাকে বলে?

উঃ প্রশাসন কথাটি যখন সরকারি কার্যকলাপে ও সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখনই সরকারি প্রশাসন, গন প্রশাসন বা জন প্রশাসন কথাগুলি এসে পড়ে। জনগনের স্বার্থে প্রশাসন হল জনপ্রশাসন। গনমুখী উদ্দেশ্য কে চরিতার্থ করে বলে প্রশাসন গন প্রশাসন নামে অভিহিত হয়।

২) জন প্রশাসন শাস্ত্রের প্রধান প্রবক্তা কে?

উঃ জন প্রশাসন শাস্ত্রের প্রধান প্রবক্তা হলেন উড্রো উইলসন।

৩) জন প্রশাসনের সূত্রপাত হিসাবে কোন প্রবন্ধটিকে চিহ্নিত করা হয়?

উঃ ১৮৮৭ সালে political science quarterly পত্রিকায় উড্রো উইলসনের লেখা 'The Study of Administration' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, এই ঘটনাটিকে জন প্রশাসনের সূত্রপাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

৪) কোন দেশে জন প্রশাসনের প্রথম উদ্ভব ও বিস্তার ঘটে?

উঃ ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম জনপ্রশাসনের উদ্ভব হয়, তবে জন প্রশাসনের বিস্তার বা প্রসার হয় আমেরিকায়।

৫) কে জনপ্রশাসনকে একটি পৃথক শাস্ত্র হিসাবে গড়ে তোলেন?

উঃ উড্রো উইলসন জনপ্রশাসনকে একটি পৃথক শাস্ত্র হিসাবে গড়ে তোলেন।

৬) জনপ্রশাসন শাস্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে কোন দেশে?
উঃ জনপ্রশাসন শাস্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে আমেরিকায়।

৭) কাকে জনপ্রশাসন শাস্ত্রের জনক বা পিতা বলা হয়?
উঃ উড্রো উইলসনকে জনপ্রশাসন শাস্ত্রের জনক বা পিতা বলা হয়।

৮) কে, সর্বপ্রথম প্রশাসন ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন?
উঃ উড্রো উইলসন সর্বপ্রথম প্রশাসন ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন।

৯) কারা জনপ্রশাসনকে সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করেছেন?
উঃ ই. এ. গ্লাডেন, উইলোবী জনপ্রশাসনকে সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

১০) কারা জনপ্রশাসকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন?
উঃ এল. ডি. হোয়াইট, লুথার প্রভৃতি প্রশাসনবিদ জনপ্রশাসনকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

১১) উইলোবী জনপ্রশাসনের কয়টি সমস্যার কথা বলেছেন এবং সেগুলি কী কী?
উঃ উইলোবী জনপ্রশাসনের পাঁচটি সমস্যার কথা বলেছেন। এই গুলি হল — ① সাধারন প্রশাসনিক সমস্যা। ② সাংগঠনিক সমস্যা ③ কর্মীবাহিনীর সমস্যা। ④ যোগানের সমস্যা। ⑤ আর্থিক সমস্যা,

১২) প্রশাসনে স্থায়ী প্রশাসক কারা?

উঃ প্রশাসনে অরাজনৈতিক কর্মচারীরা হলেন স্থায়ী প্রশাসক, যারা প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিযুক্ত হয় এবং নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত পদে থাকে।

১৩) POSDCORB সূত্রের প্রবক্তা কে?

উঃ POSDCORB সূত্রের প্রবক্তা হলেন লুথার গালিক।

১৪) জন প্রশাসনকে বিজ্ঞান বলেছেন এমন কয়েক-জনের নাম লেখ?

উঃ জন প্রশাসনকে বিজ্ঞানকে বলেছেন উইলোবি, অারউইক, লুথার গালিক প্রভৃতি।

১৫) কারা জন প্রশাসন ও সরকারি প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্যকে মেনে নেননি?

উঃ মেয়ল, ফোলেট, উরউইক প্রমুখরা জন প্রশাসন ও সরকারী প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্যকে মেনে নেননি।

১৬) জন প্রশাসন ও ব্যক্তিগত প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য গুলি লেখ?

উঃ জন প্রশাসন ও ব্যক্তিগত প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য গুলি হল - ব্যাপ্তিগত পার্থক্য, দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে পার্থক্য, মিতব্যয়িতার ক্ষেত্রে পার্থক্য প্রভৃতি।

১৭) জন প্রশাসনের বিবর্তনের কোন পর্বটি নীতি-কেন্দ্রিক প্রশাসনের সুবর্নযুগ হিসাবে পরিচিত?

উঃ জন প্রশাসনের বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্বটি (১৯২৭-১৯৩৭) নীতিকেন্দ্রিক প্রশাসনের সুবর্নযুগ হিসাবে পরিচিত।

১৮) ক্রমোচ্চ স্তর বা শ্রেনিবিন্যাস কী?

উঃ ক্রমোচ্চ শ্রেনিবিন্যাস হল ঊর্ধ্বতন অধস্তন সম্বন্ধের সার্বিক প্রয়োগ বা দায়িত্বের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষ থেকে নিম্নে পৌঁছায়।

১৯) ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য লেখো ?

উ: ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য হল - ① কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশ ইত্যাদি ওপর থেকে নীচে পর্যায়ক্রমে প্রবাহিত হয়, ② সংগঠনটি পিরামিড রূপ পায়।

২০) কে ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাসকে স্কেলার প্রক্রিয়া বলেছেন ?

উ: জনৈক প্রশাসনবিদ মুনে ও রিলে ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাসকে স্কেলার প্রক্রিয়া বলেছেন।

২১) ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাসের সুবিধাগুলি লেখ ?

উ: ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাসের সুবিধাগুলি হল - ① সংগঠনের প্রত্যেকের তুলনামূলক অবস্থান ও দায়িত্ব স্পষ্ট থাকে। ② কর্তৃপক্ষের আদেশ বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে যথাস্থানে উপস্থিত হয়।

২২) ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাসের অসুবিধাগুলি লেখ ?

উ: ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাসের অসুবিধা গুলি হল - ① কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক বিলম্ব হয়। ② ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনের সম্পর্কের ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২৩) নিয়ন্ত্রনের পরিধি বলতে কী বোঝো ?

উ: নিয়ন্ত্রনের পরিধি বলতে বোঝায় একজন প্রশাসক তার অধীনে কতজন কর্মচারীকে নিয়ে পরিচালনা করতে পারবেন তার একটা সীমা আছে। কোনো প্রশাসক ইচ্ছে মতো কর্মীর সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না। কারন কর্মীর সংখ্যা যদি অনেক বেড়ে যায় তাহলে তার নিয়ন্ত্রন শিথিল হয়ে পড়বে।

২৪। নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি কোন কোন উপাদানের উপর নির্ভর করে ?

উঃ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি চারটি উপাদানের উপর নির্ভর করে, সেগুলি হল — ① কার্যাবলী ② ব্যক্তিত্ব ③ সময় এবং ④ স্থান।

২৫। নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির সুবিধা বা প্রয়োজনীয়তা লেখ ?

উঃ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি গুলির সুবিধা হল — ① জন-প্রশাসনে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নীতি প্রয়োগ হলে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। ② নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নীতি ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে কর্মচারীরা কাজে ফাঁকি দিতে পারবে না।

২৬। আদেশের ঐক্য কী ?

উঃ আদেশের ঐক্য বলতে বোঝায় একটি সংগঠনে একজন ব্যক্তি তার ঊর্ধ্বতন কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির কাছ থেকেই আদেশ পাবেন এবং কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির কাছেই তার কাজ সম্পর্কিত বক্তব্য জানাবেন।

২৭। আদেশের ঐক্যের সুবিধা লেখ ?

উঃ আদেশের ঐক্যের সুবিধা গুলি হল — ① স্তর-বিন্যস্ত সংগঠনে আদেশের ঐক্য দায়িত্বের সুষম বন্টন করে থাকে। ② একক কর্তৃত্বের অধীনস্থ হলে কর্মচারীদের ওপর পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান খুব সহজ হয়। ফলে সংগঠনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

২৮। আদেশের ঐক্যের অসুবিধাগুলি লেখো ?

উঃ আদেশের ঐক্যের অসুবিধা গুলি হল — ① আধুনিক সাংগঠনিক ব্যবস্থা এত জটিল ও বিশাল যে আদেশের ঐক্য নীতিকে পুরো-পুরি কার্যকর করা যায় না। ② আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থায় আদেশের ঐক্য নীতি ও

আনুগত্যের চেয়ে সমন্বয় ও সহযোগিতার ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২৯। আদেশের ঐক্য নীতির প্রধান প্রবক্তা কে?
উঃ আদেশের ঐক্য নীতির প্রধান প্রবক্তা হলেন হেনরী ফেয়ল।

৩০। দ্বৈত তদারকি নীতির প্রধান প্রবক্তা কে?
উঃ দ্বৈত তদারকি নীতির প্রধান প্রবক্তা হলেন ফ্রেডেরিক টেলর।

৩১। নিয়ন্ত্রনের পরিধি নীতির প্রধান প্রবক্তা কে?
উঃ নিয়ন্ত্রনের পরিধি নীতির প্রধান প্রবক্তা হলেন ভি. এ. গ্রাইকুনাস।

৩২। প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরনের অর্থ কী?
উঃ প্রশাসনিক কর্তৃত্বকে কোনো একটি বিশেষ স্থানে বা কেন্দ্রে বন্দি বা সীমাবদ্ধ করে না রেখে বিভিন্ন জায়গায় ভাগ করে দেওয়ার নাম বিকেন্দ্রীকরন।

৩৩। বিকেন্দ্রীকরনের অসুবিধাগুলি লেখ?
উঃ বিকেন্দ্রীকরনের সুবিধা গুলি হল - ① এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও তার প্রয়োগ খুব কঠিন। ② জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

৩৪। বিকেন্দ্রীকরনের সুবিধা গুলি লেখ?
উঃ বিকেন্দ্রীকরনের সুবিধা গুলি হল - ① কেন্দ্রীয় পরিচালন কর্তৃপক্ষের কাজের ভার লাঘব করা সম্ভব। ② নিম্নস্তরে সংস্থাগুলির মধ্যে কর্তব্য সচেতনতা দায়িত্ববোধ ও বৃদ্ধি পায়।

৩৫। কেন্দ্রিকরন বলতে, কি বোঝো?
উ: কেন্দ্রীকরনের অর্থ হল উচ্চ কর্তৃপক্ষের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, এই অবস্থায় প্রধান কার্যালয় গুলির হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, শাখা কার্যালয় গুলির সিদ্ধান্ত গ্রহনের কোনো ক্ষমতা থাকে না,

৩৬। কেন্দ্রিকরনের সুবিধা গুলি লেখ?
উ: কেন্দ্রিকরনের সুবিধা গুলি হল - ① কেন্দ্রিকরন ব্যক্তিকে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায়, ② কেন্দ্রিকরন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়ক,

৩৭। কেন্দ্রিকরনের অসুবিধা গুলি লেখ?
উ: কেন্দ্রিকরনের অসুবিধা গুলি হল -
① কেন্দ্রিকরন প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহন ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার সৃষ্টি হয়, ② শ্রম বিভাজন নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরন একটি বড় বাধা,

৩৮। ভারার্পন বা ক্ষমতা পত্তর্পন কী?
উ: জন প্রশাসনে ক্ষমতা প্রত্যর্পন বা অর্পন হল উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ, কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা অন্য এক কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা,

৩৯। ভারার্পন বা ক্ষমতা পত্তপানের বৈশিষ্ট্য লেখ
উ: ভারা পর্ন বা ক্ষমতা পত্তপর্নের বৈশিষ্ট্য গুলি হল - ① দায়িত্ব হস্তান্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন কর্তৃত্ব হস্তান্তর ঘটে,
② নির্দিষ্ট কাজের হস্তান্তরের ফলে অধস্তন ব্যক্তিটি সেই কাজটি করতে বাধ্য ও দায়বদ্ধ থাকে,

৪০। ক্ষমতা পত্তপার্নের সুবিধা গুলি লেখ
উ: ক্ষমতা পত্তপর্নের সুবিধা গুলি হল -
① ক্ষমতা পত্তপার্নের মধ্য দিয়ে অধস্তন-

কর্মীদের মধ্যে থেকে ভবিষ্যতের দক্ষ প্রশাসক ও উপযুক্ত নেতা বেরিয়ে আসে।
(২) ক্ষমতা প্রত্যর্পণ সংগঠনের সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপের মান উন্নত করার একক পন্থা।

৪১) সফল ক্ষমতা প্রত্যর্পণের শর্ত লেখো?

উঃ সফল ক্ষমতা প্রত্যর্পণের শর্ত হল — (১) অধস্তন কর্মীরা যেসব কাজ করতে পারবে কেবলমাত্র সেইসব কাজের হস্তান্তর প্রয়োজন। (২) ক্ষমতা প্রত্যর্পণ সুপরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন এবং একাই সঙ্গে বাস্তবোচিত হওয়া দরকার।

৪২) সমন্বয় বলতে কী বোঝো?

উঃ সমন্বয় হল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের কাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের প্রক্রিয়া।

৪৩) মেরি পারকেট ফলেট সমন্বয়ের কয়টি নীতির কথা বলেছেন এবং কী কী?

উঃ মেরি পারকেট ফলেট সমন্বয়ের চারটি নীতির কথা বলেছেন। যথা - (১) প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ (২) প্রাক সূচনা (৩) ধারাবাহিকতা (৪) পারস্পরিক সম্বন্ধ।

৪৪) সমন্বয় গড়ে তোলার পথে অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা গুলি লেখো?

উঃ সমন্বয় গড়ে তোলার পথে অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা গুলি হল — (১) জন সাধারন ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের আচরন গত অসামঞ্জস্যতা (২) নেতৃবর্গের জ্ঞান অভিজ্ঞতা দূরদর্শীতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব।

৪৫) কার্যধারা ও কর্মীবৃন্দ (লাইন ও স্টাফ) কী?

উঃ সংগঠনের মূল কার্য সম্পাদনের সঙ্গে কার্যধারা বা লাইন কর্মীরা যুক্ত থাকে। অপরদিকে সংগঠনের পরিকল্পনা, সমন্বয় ও পরামর্শ মূলক কাজে যুক্ত থাকে কর্মীবৃন্দ বা স্টাফ কর্মী।

৪৬) কার্যধারা বা লাইন কর্মী বিভাগের কাজ কী?

উঃ জন প্রশাসন ও সংগঠনকে পরিচালিত করতে হলে প্রয়োজন নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মুখ্য প্রশাসক এবং লাইন বিভাগের কর্মীরা একত্রিত হয়ে অথবা নিজেদের মধ্যে মত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি প্রণয়ন করে যার সাহায্যে সমগ্র সংগঠন পরিচালিত হয়।

৪৭) কর্মীবৃন্দ বা স্টাফ কর্মী বিভাগের কাজ কী?

উঃ লাইন বিভাগ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বা নীতি প্রস্তুত করে সেগুলির জন্য প্রাথমিক ভাবে প্রয়োজন হয় অনেক রকম তথ্য, সংবাদ ও নানা প্রকার উপাদান। এগুলির যোগান দেওয়ার কাজ হল স্টাফ কর্মী বিভাগের। স্টাফ বিভাগকে পরামর্শ দেওয়া।

৪৮) কার্যধারা বা লাইন কর্মী বিভাগের সম্পর্ক লেখ?

উঃ লাইন কর্মীরা সাধারণত সহায়ক কর্মীদের অবাস্তব চিন্তাভাবনা ও ধারণার এবং পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকেন। স্টাফ কর্মীরা বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য আর মূল কর্মীরা বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি থাকেন। সেইজন্য পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ করে।

৪৯) স্টাফ ও লাইন কর্মীবৃন্দের মধ্যে পার্থক্য লেখ?

উ: লাইন কর্মী বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু স্টাফ কর্মীবিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না, লাইন কর্মী বিভাগ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় উপাদান, কিন্তু স্টাফ কর্মী বিভাগ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গৌণ উপাদান,

৫০) কর্মীবৃন্দ সংস্থা কয়ভাগে বিভক্ত ও কী কী?

উ: কর্মীবৃন্দ সংস্থা তিন ভাগে বিভক্ত, যথা- ① সাধারন কর্মীবৃন্দ ② সাহায্যকারী কর্মীবৃন্দ ③ পেশাভিত্তিক প্রায়োগিক কর্মীবৃন্দ,

৫১) যোগাযোগের অর্থ কী?

উ: যোগাযোগ একটি প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করা, মিলেটের ভাষায় যোগাযোগ হল 'Shared Under-Standing of a Shared purpose'.

৫২) যোগাযোগের বৈশিষ্ট্য লেখো?

উ: যোগাযোগের বৈশিষ্ট্য গুলি হল -
① যোগাযোগ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া.
② যোগাযোগ কখনো একমুখী নয়,

৫৩) কে প্রশাসনে (সাইবারনেটিক্স) যোগাযোগের ধারনাটি জনপ্রিয় করেছেন?

উ: যোগাযোগের ধারনাটি প্রশাসন শাস্ত্রে জনপ্রিয় হয় বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ নরবার্ট ওয়াইনারের মাধ্যমে,

৫৪) ক্ষমতা অর্পন প্রক্রিয়ার শ্রেনিবিভাগ গুলি লেখো?

উ: ক্ষমতা অর্পন প্রক্রিয়ার শ্রেনিবিভাগ গুলি - ① নিম্নাভিমুখী ② উর্ধমুখী ③ পার্শ্বাভিমুখী ।

৫৫) যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা গুলি লেখ?

উঃ যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা গুলি হল— ① পারস্পারিক বোঝাপড়া বা আদান প্রদানের অসুবিধা, ② ভাষার সমস্যা,

৫৬) যোগাযোগের মাধ্যম গুলি লেখো?

উঃ যোগাযোগের মাধ্যম গুলি হল – ① শ্রবনগত ② দৃষ্টিগত ③ শ্রবন-দর্শনগত,

৫৭) সিদ্ধান্ত গ্রহন বলতে কী বোঝায়?

উঃ যেকোনো উদ্ভূত সমস্যা সমাধান কিংবা কোনো সুযোগ কাজে লাগানোর জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যবলী কে সংগ্রহ এবং বিচার বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন বিকল্প কর্ম পন্থা গুলির মধ্যে সর্বোত্তম বিকল্প কর্মপন্থা গ্রহন করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়াই হল সিদ্ধান্ত গ্রহন।

৫৮) সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার উপাদান গুলি লেখ?

উঃ সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার উপাদান গুলি হল — ① সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী কর্তৃপক্ষের পার্থক্য ② তথ্য বা জ্ঞান ③ প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত উপাদান।

৫৯) সিদ্ধান্ত গ্রহনের পথে সমস্যা কী?

উঃ সিদ্ধান্ত গ্রহনের সমস্যা গুলি হল- ① দীর্ঘসূত্রিতা ও অসমর্থ ব্যক্তি কাজের জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনে সমস্যা, ② রাজনৈতিক চাপ সিদ্ধান্ত গ্রহনের পথে সমস্যা সৃষ্টি করে।

৬০) প্রশাসনিক মানুষ ও bounded rationality ধারণাটি কার,

উঃ প্রশাসনিক মানুষ ও bounded rationality ধারণাটি হল সাইমনের।

৬১) Theory X এবং Theory Y এর প্রবক্তা কে?

উঃ এই তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন ডগলাস ম্যাক-গ্রেগর।

৬২) নেতৃত্ব বলতে কী বোঝো?

উঃ অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তাদের নেতৃত্ব দিয়ে যে ব্যক্তি কোনো কাজ করেন তা তাকে নেতা বা নেতৃত্ব বলে।

৬৩) নেতৃত্বের কার্যাবলী লেখো?

উঃ নেতৃত্বের কার্যাবলী গুলি হল - ① লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন, ② উৎপাদনে পদ্ধতির কৌশল রচনা।

৬৪) তুলনামূলক জন প্রশাসন কী?

উঃ তুলনামূলক জনপ্রশাসন বলতে বোঝায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিভিন্ন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সমূহের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা।

৬৫) CAG এর পুরো নাম কী? এটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উঃ Comperative Administration Group. এটি ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬৬) নয়া জন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলি বা বৈশিষ্ট্য গুলি লেখো?

উঃ নয়া জন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ন বিষয় বা বৈশিষ্ট্য গুলি হল - ক) প্রাসঙ্গিকতা খ) মূল্যবোধ, গ) সামাজিক ন্যায় এবং ঘ) পরিবর্তন।

৬৭) হানি রিপোর্ট কত সালে কার নেতৃত্বে প্রকাশিত হয়?

উঃ ১৯৬৬ সালে জন সি হানির নেতৃত্বে হানি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

৬৮। মিনাভেলামিয়া সম্মেলন কবে কোথায় হয়েছিল?

উ: ১৯৬৭ সালে আমেরিকায় মিনাভেলামিয়া সম্মেলন হয়।

৬৯। মিনোব্রুক কনফারেন্স কার নেতৃত্বে হয়েছিল?

উ: ১৯৬৮ সালে ডুয়াইট ওয়াল্ডোর নেতৃত্বে মিনোব্রুক কনফারেন্স হয়।

৭০। জনপ্রশাসনে সর্বপ্রথম উন্নয়ন প্রশাসনের ধারনাটি কে ব্যবহার করেন?

উ: জন প্রশাসনে সর্বপ্রথম উন্নয়ন প্রশাসনের ধারনাটি ব্যবহার করেন এডওয়ার্ড ওয়াইডনার।

৭১। উন্নয়ন প্রশাসনের কয়েকজন সমর্থকের নাম লেখ?

উ: কয়েকজন সমর্থক হলেন রিগস, ওয়াইডনার, পালমবারা প্রমুখ।

৭২। সালা মডেল আমলাতন্ত্র কী?

উ: রিগস প্রিজম্যাটিক সমাজের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যকে বোঝাতে সালা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। স্বজনপোষণ, মনোনয়ন ভিত্তিক নিয়োগ, সুযোগ সুবিধা বন্টন প্রভৃতি সালা মডেলের মৌলিক উপাদান। এখানে আমলাতন্ত্র জনগণের সেবা করার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকারী ক্ষমতাকে ব্যবহার করে

৭৩। প্রিজম সমাজের বৈশিষ্ট্য লেখো?

উ: প্রিজম সমাজের বৈশিষ্ট্য গুলি লেখো— ① অসমসত্ত্ব ② আনুষ্ঠানিকতা ③ অধিক্রমন।

৭৪। 'The Study of Administration' গ্রন্থের লেখক কে?

উ: 'The Study of Administration' গ্রন্থের লেখক হলেন উড্রো উইলসন।

৭৫। 'politics and Administration' গ্রন্থের লেখক কে?

উ: politics and Administration' গ্রন্থের লেখক হলেন গুডনাউ ও হোয়াইট।

৭৬। 'principles of scientific Management' গ্রন্থের লেখক কে?

উ: 'principles of scientific Management' গ্রন্থের লেখক হলেন ফ্রেডেরিক টেলর।

৭৭। লুথার গালিক প্রশাসনের যে সাতটি সূত্রের কথা বলেছেন সেগুলি লেখো?

উ: লুথার গালিকের সাতটি সূত্র হল - ① পরিকল্পনা (planning) ② সংগঠন (organization) ③ কর্মী নিয়োগ (staffing) ④ আদেশ বা নির্দেশ (Direction) ⑤ সমন্বয় (co-ordinating) ⑥ কার্যবিবরণী (Reporting) ⑦ আয় ব্যয়ের হিসাব (Budgeting)।

৭৮। জন প্রশাসনের কয়টি পর্ব ও কী কী লেখ?

উ: জন প্রশাসনের পাঁচটি পর্ব, যথা - প্রথম পর্ব (রাজনীতি - প্রশাসন বিভাজন, ১৮৮৭ - ১৯২৬) দ্বিতীয় পর্ব (নীতি নির্ভর প্রশাসন ১৯২৭ - ১৯৩৭) তৃতীয় পর্ব (নীতি-নির্ভর প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ ১৯৩৮ - ১৯৫০) চতুর্থ পর্ব (জন প্রশাসন - রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংযোগ ১৯৫০ - ১৯৭০) পঞ্চম পর্ব (জন প্রশাসনের স্বতন্ত্র বিকাশ, ১৯৭০ থেকে বর্তমান)

৭৯। নেতৃত্বের গুনাবলী গুলি লেখো?

উ: নেতৃত্বের গুনাবলী গুলি হল - ① দূরদৃষ্টি ② স্বচ্ছ দৃষ্টি ③ দ্রুত সিদ্ধান্ত ④ সততা

বিবেচনা ⓒ প্রেরনার উৎস।

৮০) ক্ষমতা পাত্রপর্নের অসুবিধা গুলি লেখো?

উঃ ক্ষমতা পাত্রপর্নের অসুবিধা গুলি হল- ① অসমন্বয় ও যোগাযোগের মাধ্যমের অভাবে ক্ষমতা পাত্রপর্নের পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। ② সংগঠনের মধ্যে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বিভাজনে সুস্পষ্টতার অভাব ক্ষমতা পাত্রপর্নের পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

৮১) সিদ্ধান্ত গ্রহনের বৈশিষ্ট্য গুলি লেখো?

উঃ সিদ্ধান্ত গ্রহনের বৈশিষ্ট্য গুলি লেখো- ① সিদ্ধান্ত গ্রহন হল নির্বাচনের বা বাছাই এর প্রক্রিয়া এবং এর লক্ষ্য হল সবচেয়ে বিকল্পকে বাছাই করা ② সিদ্ধান্ত গ্রহন হল একটি মানসিক প্রক্রিয়া।

৮২) তুলনা মূলক জন প্রশাসনের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট লেখো?

উঃ তুলনামূলক জন প্রশাসনের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট গুলি হল - ① তত্ত্ব গঠন ও উন্নয়ন প্রশাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ② সাধারন তত্ত্ব নিরূপনে সাহায্য করে।

৮৩) নতুন জন ব্যবস্থাপনা বৈশিষ্ট?

উঃ নতুন জন ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্টগুলি হল - ① দক্ষতা ও কার্যকারিতার উপর গুরুত্ব আরোপ। ② আমলাতন্ত্রকে বিভিন্ন সংস্থায় পুনর্বিন্যাস করা।

৮৪) উন্নয়ন প্রশাসন কী?

উঃ উন্নয়ন প্রশাসনের মূল কথা হল উন্নত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরনের উদ্দেশ্যে সরকারি নির্দেশিত ও সরকারি নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তন।

৮৫) কাচের ত্রিভুজাকৃতির প্রিজম কী?

উঃ সাধারন ভাবে সূর্যের আলো আমাদের চোখে সাদা আলো হিসাবে মনে হয়, কিন্তু কাচের প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যদি সেই আলোক রশ্মিকে পাঠানো হয় তাহলে আলোর বর্ণগুলি দেখা যায়। রিগসের মতে ~~কৃষি~~ সাবেকি সমাজগুলি খালি চোখে সূর্যরশ্মির সঙ্গে তুলনীয়, তবে এই সমাজ ক্রমশ উন্নত হয়, কার্যের সংখ্যা বাড়তে থাকে কাঠামো গুলি বিশেষীকৃত হয়ে ওঠে।

৮৬) রিগসের বিভিন্ন সমাজগুলি কী কী?

উঃ রিগসের বিভিন্ন সমাজগুলি হল - ① কৃষি ভিত্তিক সাবেকি সমাজ ② শিল্প ভিত্তিক উন্নত সমাজ, ③ সাবেকি উন্নত সমাজের মিশ্রনে উন্নয়নশীল সমাজ।

৮৭) 'General and Industrail Managment' গ্রন্থের লেখক কে?

উঃ General and Industrail Mangment গ্রন্থের লেখক হলেন অঁরি ফেয়ল।

৮৮) 'Principles of public Administration' গ্রন্থের লেখক কে?

উঃ 'Principles of public Administration' গ্রন্থের লেখক হলেন উইলোবী।

৮৯) 'papers on the Science of Administration' গ্রন্থের লেখক কে?

উঃ 'papers on the science of Administration গ্রন্থের লেখক হলেন গুলিক ও উরউইক।

৯০) 'Creative Experience' গ্রন্থের লেখক কে?

উঃ 'Creative Experience' গ্রন্থের লেখক হলেন মেরি পার্কার ফলেট।

নং১ 'principles of organization' গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ 'principles of organization' গ্রন্থের লেখক হলেন মুনি ও রেইল।
নং২ 'Administrative Behaviour' গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ 'Administrative Behaviour' গ্রন্থের লেখক হলেন — হার্বার্ট ও সাইমন।
নং৩ 'Towards a New public Administration' গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ 'Towards a New public Administration' গ্রন্থের লেখক হলেন ফ্রাংক মারিনি।
নং৪ 'public Administration in a time of Turbulence' গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ public Administration in a time of Turbulence গ্রন্থের লেখক হলেন ডোয়াইট ওয়াল্ডো।
নং৫ 'Reinventing Government' গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ 'Reinventing Government' গ্রন্থের লেখক হলেন অসবোর্ন ও গেবলার।
নং৬ 'The Administration State' গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ 'The Administration State' গ্রন্থের লেখক হলেন ওয়াল্ডো।
নং৭ 'prismatic Society Revisited' গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ 'prismatic Society Revisited' গ্রন্থের লেখক হলেন রিগস।

৯৮) 'Critique of Hegel's philosophy of Right' এবং The Eighteenth Brumaire গ্রন্থের লেখক কে?

উঃ 'Critique of Hegel's philosophy of Right' এবং The Eighteenth Brumaire গ্রন্থের লেখক হলেন কার্ল মার্ক্স।

৯৯) 'Economy and society' গ্রন্থের লেখক কে?

উঃ 'Economy and society' গ্রন্থের লেখক হলেন ম্যাক্স ওয়েবার,

১০০) ওয়েবেরীয় আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য লেখো?

উঃ ওয়েবেরীয় আমলাতন্ত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য হল — ① ক্রমোচ্চ স্তর ② অনমনীয় সাংগঠনিক কাঠামো ③ শৃঙ্খলা পরায়নতা ④ লিখিত নিয়মকানুন।

১০১) আমলাতন্ত্র শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেন?

উঃ আমলাতন্ত্র শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ভিনসেন্ট ডি গর্নে,

১০২) এফ. এ. মার্ক্স কর্তৃক উল্লেখিত আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ গুলি কি কি?

উঃ আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন রূপগুলি হল —
① The Guardian Bureaucracy (চীন দেশ)
② Caste Bureaucracy (ভারত)
③ patronage Bureaucracy of spoil system (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ④ Merit Bureaucracy.

১০৩) সরকারী নীতি বা জননীতির অর্থ লেখ?

উঃ জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কৌশল নির্ধারনের জন্য রাষ্ট্রের সরকারী

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত জনস্বার্থ সম্পর্কিত নীতিমালা সমূহকেই সরকারী নীতি বা জননীতি বলা হয়।